একুশ সালে একুশ

মখদুম আজম মাশরাফী

বাংলাদেশ আজ প্রতিশ্রুত আগামী একুশ সালের মধ্যে এক সমৃদ্ধ ডিজিটাল জীবন লক্ষ্যে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নির্বাচন বাঙ্গালী অভিযাত্রার তাইএকটি গুরুত্বপূর্ন গভীরতা উন্মোচিত করেছে। একুশের রাজনৈতিক সত্বায় যে গভীর প্রেম নিরন্তর জাগ্রত তার নাম স্বদেশ ও বাঙ্গালী জাতি । সেই অম্লান প্রেম ও সংগ্রামে একাত্বরে যে একাত্মতা ও আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা তা অভিঘাতে অভিঘাতে প্রায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সে সমসাময়িক লেখা গুলোতে বলেছি কি ভাবে পরিবারতন্ত্র, নীতিবিকৃতি, অশালীন আচরন আর উগ্র ধর্মভন্ডামী একটি ঐতিহ্যসূরী জাতিকে পরিচিত করেছিল অন্ধযুগের কোন বর্বর জনগোষ্ঠিতে। এই প্রতীতি সততই রেখেছিলাম যে দেশের মানুষ অতন্দ্র, জাগ্রত, সচেতন আর ঐতিহ্যগর্বী। সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তে জনগন নির্ভূল ও ক্ষমাহীন। যা এ নির্বাচন সবসময়ের মত আবারো প্রমান করেছে। এই আশা ও স্বপ্নে বুক বেঁধেছে দেশ, একুশ সাল বয়ে আনবে অনাহারহীন, শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল। ৫৬ বছর আগে যে স্বপ্নের শুরু তার অবয়ব ধারন করবে ক্রমশঃ একুশ সাল। আহার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাজ, বাসস্থানের মৌলিক প্রাপ্তি নিশ্চিত করে অর্জন করবে সহনশীল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন অনুশীলনের সুন্দরতম পরিবেশ। বিশ্বপরিবারের সক্ষম, শৈলী, সক্রিয়, আত্মসম্ভ্রমী একটি সদস্য হয়ে সুস্থ্য প্রতিযোগী ও সহযোগী হবে বাংলাদেশ।

ডিজিটাল পরিকল্পনাগুলি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ২০১০ সালের মধ্যে ১০০% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি নিশ্চিতকরন। ২০১২ এ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জন। ২০১৮ এ পূর্ন স্বাক্ষরতা অর্জন। ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমানের দারীদ্র ৪৫% থেকে ২৫% তে বিমোচন । আর একুশের জন্যে নির্দিষ্ট অঙ্গীকার হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনিষ্টিউটের পরিপূর্ন রুপ দেয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম সম্প্রতি ক্ষোভ করে একটি সত্য কথা লিখেছেন, ভাষার প্রতি আমাদের আবেগ আছে কিন্তু ভালবাসা নেই। এখন সময়, আবেগ সংযত করে ভালবাসা জাগ্রত করা। স্বরন করা যেতে পারে সদ্যস্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা ছিল, "শুদ্ধ হোক অশুদ্ধ হোক, ব্যকরন ঠিক হোক বা না হোক আমাদে অফিস আদালতে বাংলা লেখা শুরু করতে হবে এবং আমরা লিখতে লিখতে শুদ্ধ বাংলা লিখবো।"

কৃতিত্ব লোভ ও অন্যকে হেয় করার যে প্রচন্ড নেতি আবেগ একাত্বর পরবর্ত্তি আমাদের সত্বাকে পরিপূর্ন গ্রাস করে ফেলেছিল তা থেকে মুক্ত নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি উন্মোচনের প্রমান মিলেছে এই নির্বাচনে। এই প্রজন্মের বিবমিষা ও দ্বিধা-দ্বন্দ ১/১১ এর রাজনৈতিক হোচট থমকে দিয়েছে ঝাকুনী দিয়ে। জাতি গত দুটি বছরে ফিরে গিয়ে স্থিত হয়েছে আপন সত্বায়। প্রযুক্তির মসৃন রেশম সড়ক ধরে তথ্য ও ইতিহাস পৌছে গেছে আত্মঅন্বেষনকারী এই প্রজন্মের মনন মেধায়। বিগত কয়েকটি দশকে ইতিহাস বিকৃতির শিকার এই প্রজন্ম পেয়েছে ব্যবচ্ছেদকৃত বিভ্রান্ত পাঠ্যপুস্তক আর হলুদ সংবাদ পরিবেশনা। সর্বজন

বিদিত যে বিশ্বাস ও মোহভঙ্গের পরবর্ত্তি জাগৃতি হল অমর একুশ। সেই জাগৃতির সাথে কিছুটা মিল আছে বাঙ্গালীর সাম্প্রতিক জাগৃতির।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে দেশে নতুন বিশুদ্ধ রক্তপ্রবাহের সুস্থ্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বদ্ধ আবহে পুরোনো পঙ্ক থেকে বিমুক্ত নতুনদের প্রশিক্ষিত আর লালিত করে দেশের কর্ণধার তৈরীর কথা আগে বহুবার লিখেছি। এর জন্যে যে সৎসাহস আর ত্যাগ দলগুলির নেতৃত্বে দরকার তা বিজয়ী দলের মধ্যে ইদানিং দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। দেখে শুনে মনে হচ্ছে বিরোধী শিবিরেও টিকে থাকার জন্যে সেই সুবাতাস গ্রহন ছাড়া গত্যন্তর নেই। পরীক্ষিত প্রবীনের অভীজ্ঞ মিশ্রনে এই শুভযাত্রার সাফল্যের অফুরন্ত সম্ভবনা। সদিচছা, একনিষ্টতা, নীতিহীনতার প্রতি শূন্য গ্রহনীয়তা হল এই সাফল্যের উপকরন ও শর্ত। স্বজনপ্রীতি আর স্বদলপ্রীতির ঊর্ধে এই অভিযাত্রার পথে পথে থাকবে খেটে খাওয়া মানুষের আর্শীবাদের পুষ্পবৃষ্টি। অন্যদিকে ইতিহাসের কঠোর পাঠ হল জনগনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি নিষ্করুন।

একুশ বাঙ্গালীর হৃদস্পন্দন ও শক্তি। সিলিকন মহাসড়কে অভিযাত্রার গতিসাম্য অর্জন করতে হলে আত্মসম্মান সমুন্নত করে শ্রেষ্ঠ শৈলী ও যথেষ্ট শক্তি সংহত করতে হবে। বাঙ্গালী এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানের তার অসংখ্য প্রমান আছে। একুশ তাই আত্মসমীক্ষার দিন। একুশের অমর অগ্নিশিখা থেকে উত্তাপ ও আলো প্রানে ধারন করে নির্ভীক এগুতে হবে এই অভিযাত্রায়। ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিগত ঐতিহ্য আমাদের যেমন অহংকার তেমনি আমাদের গুরু দায়ীত্বভারও। যারা শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার আলোকপ্রাপ্ত তাদের দায়ীত্ব হল এই বিপুল অহংকারে শিক্ষাহীন, দরীদ্র সিংহভাগ মানুষদেরও অহংকৃত করে তোলা। এইবার রাজনৈতিক পটভূমে যদি সবার জন্যে প্রতিশ্রুত সুখী সবুজ বাংলাদেশের স্বপ্নের ছবিটি প্রানবন্ত করে তোলা যায় তাহলেই একুশ হবে সার্বজনীন। সুরম্য সংসদ ভবন, কলামন্দির অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপাটি আয়াস থেকে একুশ তবেই পৌঁছাবে পিদিম জ্বালা কৃষক-শ্রমীকের নিভৃত গৃহকোনে। এই অভিযাত্রা অব্যহত থাকলে সেদিন বেশী দুরে নয় ডিজিটাল একুশ হবে সার্বজনীন বাঙ্গালীর।

পার্থ, ২০ জানুয়ারী ২০০৯ mushrafi@hotmail.com